Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 315 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 315 - 322
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

লোকনৃত্য নাটুয়া

সুশান্ত কুমার মাহাতো
সহকারী অধ্যাপক
সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ
Email ID : sushantamahato2@gmail.com

Received Date 21. 09. 2024
Selection Date 17. 10. 2024

Keyword
Nat, Natua, Nataraj, folk dance.

Abstract

Natua - An ancient folk dance of former Manbhum. This long-standing masculine folk dance not only brings joy to people, but also amazes with the inhuman physical strength and agility of Natua artists. Nataraja Shiva is said to be the originator of this dance. Shiva Gajan is the main time of this dance. In the middle, the trend of Natua dance has decreased a bit, but now the enthusiasm and interest of the new generation about this dance is visible. Leaving the country, Natua dance is becoming popular in foreign lands as well.

Discussion

মানভূম গানভূম, মানভূম নাচভূম। এখানে ‘চললেই নাচ আর বললেই গান’ – এমনই একটা কথা প্রচলিত। লোকসংস্কৃতির আকরভূমি হিসাবে চিহ্নিত এই অঞ্চলে বিচিত্র ধরনের নাচ গানের বিরল সমাবেশ দেখা যায়। গানের মধ্যেও ভাদু, টুসু, জাওয়া-করম, ঝুমুর যেমন আছে, তেমনি নাচের মধেও ডাঁইড়, পাতা, নাচনী, বুলবুলি, ঘেরা, ঘোড়া ইত্যাদি। এইসব নাচ-গানগুলির কোনো কোনোটা আবার লুপ্তপ্রায়। এই অঞ্চলের একটি প্রাচীন লোকনৃত্য হল নাটুয়া বা নাটা বা লাটা। আমরা এই নাচটি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

নামকরণ : প্রথমে নাচটির নামকরণের দিকে আলোকপাত করব। স্থান ভেদে নাচটি ‘নাটুয়া’, ‘নাটা’, ’লাটা’ ইত্যাদি নামে পরিচিত। তবে এগুলির মধ্যে ‘নাটুয়া’ নামটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য।এ প্রসঙ্গে গবেষক জানিয়েছেন—

> “সাধারণভাবে নট এবং নাটুয়ার অর্থ প্রায় একই ধরনের। ‘নট’ বলতে যেমন নর্তক বা অভিনেতাকে বোঝায়, ঠিক তেমনি নাটুয়া বলতেও নর্তক বা অভিনেতাকে বোঝায়। কিন্তু লোকসংস্কৃতিতে এই দুইটি শব্দের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। যেমন- কবি আর কবিওয়ালা এক নয়; ঠিক তেমনি নট ও নাটুয়াও এক নয়। পুরুলিয়ার লোকজীবনে নট নৃত্য ও নাটুয়া নৃত্য এই দুই ধরনের নাচেরই সন্ধান পাওয়া যায়। নট নৃত্যের মধ্যে অভিনয়ের অবসর কম। অপরদিকে নাটুয়া নাচে নাচ ছাড়াও অন্য কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। এতে নাটকের বেশ কিছুটা প্রভাব রয়েছে।”[১]

নাচটি অনেক জায়গায় 'লাটা' বা 'নাটা' নামেও পরিচিত। তবে, 'নাটুয়া' ও 'লাটা' এই দুটি নাচের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছেন অধ্যাপক মিহির চৌধুরী কামিল্যা মহাশয়। তাঁর মতে—

> "নাটুয়া দলবদ্ধ নৃত্য হলেও 'লাটা' একক নৃত্য।"[২]

নামকরণ প্রসঙ্গে আরেক গবেষক, মাননীয় রাধাগোবিন্দ মাহাত মহাশয় বলেছেন—

> "অনেকে এই নাচকে নাচুয়া নাচও বলিয়া থাকেন। নারী নৃত্য কুশলীকে যেক্ষেত্রে নাচনী বলা হয়, পুরুষের নাচ হিসাবে নাচুয়া নামকরণ অবশ্যই সঙ্গত, কিন্তু বহুল প্রচলিত নাম হিসাবে আমরা এই নাচের জন্য নাটুয়া শব্দটি ব্যবহার করিব।"[৩]

বর্তমান নাটুয়া শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই এই নাচকে 'নাটুয়া' নামেই অভিহিত করে থাকেন। শিল্পী গুণধর সহিস,দিবাকর সহিস, বিরেন কালিন্দী, জগন্নাথ কালিন্দী, জগদীশ কালিন্দী প্রমুখ শিল্পীদের মতে নটরাজ শিবের সৃষ্ট হল নাচ 'নাটুয়া'। তবে, শিল্পী বিপদতারণ কালিন্দী এই নাচের নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "আসলে কথাটা হল 'লাঠুয়া'। যার অর্থ হল যে ব্যক্তি মজাদার অঙ্গভঙ্গি করে লোকজনকে হাসায় বা আনন্দদান করে। লাঠুয়ার নাচ, তা থেকে নাটুয়া নাচ।"[৪]

আবার, প্রবীণ শিল্পী শ্রীধর সহিসের মতে,

> "এই নাচে গিধনি (শকুন), পায়রা, তিতির, পেজ্ঘা (এক ধরনের ছোট পাখি), গড়ুর, ঢ্যামনা (সাপ), বাঘ ও ঘোড়া এই নয় প্রকার পশুপাখির চাল দেখানো হয় বলে এর নাম নাটুয়া।"[৫]

প্রবীন লোক গবেষক মাননীয় সৃষ্টিধর মাহাতো মহাশয়ের মতে,

> "এই অঞ্চলে নাচগানে পারদর্শী মহিলারা নাচনী নামে পরিচিত, আর পুরুষেরা নাচৈয়া। এই নাচৈয়া শব্দ থেকে নাটুয়া কথাটি আসতে পারে।"[৬]

কোনো কাজে দক্ষ বা পারদর্শী বোঝাতে এই অঞ্চলে সেই কাজের সঙ্গে 'ইয়া' বা 'উয়া' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন—

ক. বাজানোয় দক্ষ যে সে হল 'বাজাইয়া' বা 'বাজৈয়া'।
খ. যে ভালো বলতে পারে সে হল 'বলইয়া'।
গ. নাচে দক্ষ হলে 'নাচৈয়া' বা 'নাচুয়া'।

আমাদের মতে, এই 'নাচৈয়া' বা 'নাচুয়া' থেকেই এসেছে আলোচ্য 'নাটুয়া' কথাটি।

নাটুয়া নাচের উদ্ভব : এবার আমরা দেখব যে এই কিভাবে এই নাচটির উদ্ভব হয়েছে। নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে বেশির ভাগ শিল্পী গবেষক নটরাজ শিবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। অধ্যাপক মাননীয় শিবশঙ্কর সিং মহাশয় বলেছেন—

> "আজকের প্রবীণ থেকে নবীন শিল্পী এবং লোকসংস্কৃতির অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ পর্যন্ত সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন ও মতামত দেন, নটরাজ শিবের তাণ্ডবধর্মী নৃত্যধারা থেকে নাটুয়ার সৃষ্টি।"[৭]

লালন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পী স্বর্গীয় শলাবৎ মাহাতোর বক্তব্য—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 315 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "শিবের ভক্ত অর্থাৎ ভগতাদের নরমুণ্ড ও পশুমুণ্ড নিয়ে যে তাণ্ডব-নৃত্য শিবগাজনে পরিবেশিত হত, সেই তাণ্ডবধর্মী নৃত্য থেকে নাটুয়াসহ ছো, পাইকা ইত্যাদি সমস্ত রকম বীরত্বব্যঞ্জক লোকনৃত্যের সৃষ্টি।"[৮]

নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে বিখ্যাত নাটুয়া শিল্পী মাননীয় হাড়িরাম কালিন্দীর অভিমত হল—

> "শিব যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর শিষ্যগণ যথা নন্দী, ভৃঙ্গী প্রমুখ গায়ে ছাই মেখে হাতে টেনা, মাথায় ফেটি বেঁধে তাতে পালক গুঁজে যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গিতে নৃত্য পরিবেশন করেছিল, সেটি হল নাটুয়া নাচের আদিরূপ। নাটুয়া নাচের উৎপত্তির মূলে রয়েছে, নটরাজ শিব। তবে শিবের সাথে তাঁর ঘরণী পার্বতী নাটুয়া সৃষ্টিতে সমান সৃজনশীল ছিলেন। নাটুয়ার সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং হর-পার্বতী।"[৯]

নাটুয়া নাচের উদ্ভব প্রসঙ্গে শিবের বিবাহ প্রসঙ্গের কথা বারবার উঠে এসেছে বিভিন্ন শিল্পী-গবেষকদের কথায়। প্রবীণ শিল্পী দুলাল কালিন্দী মহাশয় বলেছেন—

> "শিব যখন বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন তখন বাজনা কিছুই ছিল না। শিবের নির্দেশেই ঢাক তৈরি করা হয় ও ঢাকের বাজনার তালে তালে নন্দী ভৃঙ্গী নাচ করেন। সেই নাচই হল নাটুয়া নাচ।"[১০]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকেরও উদ্ভব হয় শিবের বিবাহ উপলক্ষেই। ঢাক তৈরির কাহিনী নিয়ে একটি গানে আমরা পাই—

"ঢাক কোথায় পালি বায়েন?
খাড়ি কোথায় পালি?
কাঠি কোথায় পালি?
সাঁতালি পর্বতে ছিল গামারের গাছ
সেই গাছকে কাঠি ল্যয়ে ছিল কামার ভায়ার বাড়ি
কামার ভায়াই তুলে দিল সুতার ভায়ার বাড়ি।
সুতার ভায়াই তুলে দিল পাটভকতার হাতে
পাটভকতা তুলে দিল কালিন্দীদের হাতে—।।"[১১]

নাটুয়া নাচের উদ্ভবের বাস্তব প্রেক্ষাপটটি কেমন ছিল এ প্রসঙ্গে বলা যায়, শিব গাজনের ভক্তদের অনিয়ন্ত্রিত লাফঝাঁপ ক্রমশ সুশৃঙ্খল ও পরিশীলিত রূপ নিয়ে বর্তমান নাটুয়া নাচে পরিনত হয়েছে। গবেষক তপন পাত্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "এ নাচ আদিতে ছিল চড়ক বা শিবের গাজনের অঙ্গ। অত্যুৎসাহী ভক্তদের অনিয়ন্ত্রিত লম্ফঝম্পই 'নাটা' নাচের উৎস ছিল। কালক্রমে শারীরিক নৈপুণ্যের ভিতর দিয়ে উন্নীত হয়ে রূপ নিয়েছে নাটুয়া নাচের।"[১২]

আবার, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের শুকলা গ্রামের ছো নাটুয়া ওস্তাদ বিশ্বদেব মাহাতো বলেছেন—

> "শিবের বিবাহ নয়, শিবের গাজন থেকে নাটুয়ার উৎপত্তি। পুরাণের চেয়েও পুরানো এই আদিবাসী সংস্কৃতি। নাটুয়া সেই সংস্কৃতিরই একটি অঙ্গ। আগে শিবের গাজনের সময় ভক্তরা সং সেজে বিভিন্ন ধরনের কৌতুক করত। পরে তাদের সেই কৌতুক মার্জিত ও সুসংহত রূপ নেয়। বাজনা ও নৃত্য কসরৎ যুক্ত হয়ে বর্তমানে নাটুয়া নাচের রূপ লাভ করেছে।"[১৩]

বিভিন্ন গ্রন্থে 'নাটুয়া' : নাটুয়া যে একটি প্রাচীন লোকনৃত্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মধ্যযুগ থেকে বর্তমান আধুনিক যুগে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে আমরা নাটুয়া শব্দটির উল্লেখ পাই। বিভিন্ন সময়ে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে 'নাটুয়া' শব্দটি যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, তা আমরা দেখতে পারি—

ক. বিজয় গুপ্তের লেখা 'পদ্মাপুরাণের' মধ্যে 'নাটুয়া' ও 'লাটুয়া' এই দুই শব্দের উল্লেখ আছে —

"তার পাছে বাওয়াইল ভাড়ার পাটুয়া।
সেই নায় উঠাইল তালিমের নাটুয়া।।"[১৪]

এই গ্রন্থেই রয়েছে—

"তার পাছে ডুবে নৌকা ভাড়ার পাটুয়া।
যে নায় লইয়াছে চাঁদ তালিম লাটুয়া।।"[১৫]

খ. গোরক্ষবিজয় কাব্যের মধ্যে 'নাটুয়া', 'নাটোয়া', 'নাটুআ'; এই তিন ধরনের শব্দ রয়েছে—

"পুরুষের গতি নাই পুরির মাঝার।
নাট নাটুয়া তারা পারে যাইবার।।
... ...
নাটোয়া হইতে আমি করি দিমু যুক্তি।
মীনেরে দেখিবা তুমি নাটোয়ার ভাতি।।"[১৬]

আবার,

"কোন বুদ্ধি না পারিলুম গুরুকে চেতাইতে।
জাইমো নাটুআ ভেসে গুরু বুঝাইতে।।"[১৭]

গ. মনসামঙ্গলে আমরা পাই—

"ঊষা হও লো নাটুয়ার জাতি গরবে না চিন মতি
কি দেখিঞা তোর ভঙ্গ তালে।"[১৮]

ঘ. গৌড়ীয় বৈষ্ণব সঙ্গীতে রয়েছে 'নাটুয়া' শব্দটি—

"কি এ কমল দোলেরে নাটুয়া ও নাটুয়া।"[১৯]

ঙ. মহারাষ্ট্র পুরাণে রয়েছে 'নাটুয়া' শব্দটি—

"রাগরঙ্গ হইল জত নাটুয়া নাচিল কত
কটক চলিল পরদিন।"[২০]

এছাড়াও 'অন্নদামঙ্গল', 'সঞ্জয়ের মহাভারত', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'জগদ্রামী রামায়ণ', 'নাথ সাহিত্য', 'আরণ্যক' উপন্যাস, 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা 'নাটুয়া' শব্দটির উপস্থিতি লক্ষ্য করি।

নাটুয়া নাচের শিল্পী : আগেকার দিনে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ নাটুয়া নাচের শিল্পী হিসাবে থাকলেও বর্তমানে এই নাচের মূল ধারক ও বাহকরূপে কালিন্দী তথা ডোম এবং সহিস তথা সম্প্রদায়ের ভূমিকাই প্রধান। তার সাথে সাথে কিছু মাহাত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 36
Website: https://tirj.org.in, Page No. 315 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বা কুড়মি, সর্দার, দেশোয়ালি মাঝি ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোক এই নাচের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এই নাচের সঙ্গে যুক্ত শিল্পীদের প্রায় সবাই ভূমিহীন, দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করেন। শান্তিরাম কালিন্দী বা বিশ্বদেব মাহাতোর মত অল্প কয়েকজনের যৎসামান্য জমি আছে। জগদীশ কালিন্দী বা সদানন্দ কালিন্দী সরকারি দপ্তরের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী। বাকিরা অন্যের জমিতে দিনমজুরি করেন, দোকানে কাজ করেন। নাচের বায়না না থাকলে শিল্পী দিবাকর সহিস ভ্যান রিক্সা চালান, অভিমন্যু কালিন্দী ছোনাচের দলে ঢোল বাজান, জগন্নাথ কালিন্দী মনসা মঙ্গলের দলে বা ছোনাচের দলে কাজ করেন। রবি কালিন্দী, কৃষ্ণপদ কালিন্দীরা জাতবৃত্তি বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে বিক্রি করে দিনাতিপাত করেন।

নাটুয়া নাচের সাজপোশাক : 'নাটুয়া' নাচের অন্যতম আকর্ষণ হল শিল্পীদের অঙ্গ সজ্জা ও সাজপোশাক। 'নাটুয়া' নাচের শিল্পীদের পরনে থাকে মালকোঁচা মারা ধুতি, কোমরে শক্ত করে বাঁধা কোমরবন্ধ, পায়ে মোজা। আগে ঘুঙুর বা 'পয়জন' বাঁধা হলেও বর্তমানে তা ব্যবহার করা হয় না। মাথায় পাগড়ি, তাতে রঙীন মোরগ পালক গোঁজা। সারা গায়ে খড়িমাটি মেখে তাতে আঙুল দিয়ে টেনে বিভিন্ন নকশা আঁকা হয়। আগে শ্মশানের ছাই মাখা হত। পরবর্তী সময়ে ঘুঁটে পোড়ানো ছাই, চাল গুঁড়িও মাখা হত। কপালে সিঁদূরের ফোঁটা। দু-হাতে কাঁধ থেকে কব্জি পর্যন্ত রঙীন কাপড়ের ফালি বেঁধে নেওয়া হয়। অনেকে বুকে কাপড়ের পাড় দিয়ে তৈরি 'পাঁজরি' বেঁধে নেন। হাতে থাকে ঢাল ও ফরি (ছোট তলোয়ার)। এই সাজে সজ্জিত হয়ে যখন শিল্পী আসরে প্রবেশ করেন তখন সমস্ত দর্শক বিস্মিত হয়ে যান।

নাটুয়া নাচের অনুষ্ঠান : নাটুয়া নাচের অনুষ্ঠানের সময় হল প্রধানত শিব গাজন। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে শুরু করে জ্যৈষ্ঠ মাসের তেরো তারিখ 'রহিন' পর্যন্ত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন গ্রামে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় নাটুয়া নাচ করানো হয়। তাছাড়া আগেকার দিনে সাঁওতালদের বিবাহে নাটুয়া নাচ ছিল আবশ্যিক। অন্যান্য জাতির মধ্যে মাহাতদের বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে নাটুয়া নাচ করানো হত। এখন সারা বছর ধরে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে নাটুয়া নাচ হচ্ছে। দেশ ছেড়ে এখন বিদেশের মাটিতেও নাটুয়া নাচের আসর বসছে। পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর থানার পাঁড়দ্দা গ্রামের বিরেন কালিন্দী ও জগন্নাথ কালিন্দী এই দুই ভাই আন্তর্জাতিক নাটুয়া শিল্পী হিসাবে খ্যাতিলাভ করেছেন।

এবার আমরা দেখব যে নাটুয়া নাচের অনুষ্ঠানটি কিভাবে হয়। অন্যান্য লোকনৃত্যের মতোই আমাদের আলোচ্য নাটুয়া নাচের ক্ষেত্রেও লোকগীত ও লোকবাদ্যের সঙ্গত লক্ষ্য করা যায়। নাটুয়া নাচের জন্য ঢাক, ধমসা ও সানাই এই তিনটি লোকবাদ্যযন্ত্র প্রয়োজন। বর্তমানে এর সঙ্গে চেড়পেটি, মেরাকস ইত্যাদি যোগ করা হয়ে থাকে। আবার বর্তমানে যে কোনো অনুষ্ঠানের মতো নাটুয়াতেও 'মাইক' - এর ব্যবহার করা হয়।

প্রথমে বাদ্যযন্ত্রীর দল বাজনা বাজিয়ে আসরে প্রবেশ করে ও ঢাকী দুজন বাদে বাকিরা একপাশে বসে যান। সানাইয়ে বাজতে থাকে এই অঞ্চলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঝুমৈর গানের সুর। গানের সাথে সঙ্গত হিসাবে বাকি বাদ্যযন্ত্রগুলিও বাজাতে থাকেন। ঢাকিরা ঢাক বাজানোর সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের কলাকৌশল দেখাতে থাকেন। এইভাবে প্রথমে 'গৎ' বাজনা শেষ হয়। এরপর শুরু হয় 'বন্দনা'। গায়ক গান ধরে —

> "আদিমাতা স্থিতি ধরা বসুমতী,
> মাটি হতে সর্ব জীবের উৎপত্তি,
> অগতির গতি সর্বজনের গতি
> ভোলার ভোলা মহেশ্বরী মা।
> নমামি শঙ্করী তব নামে তরি,
> সবই লীলা তোমারি মা।।" (রং)

গানের সাথে সাথে সানাইয়ে সুরটি ধরা হয়। ঢাক, ধমসা, চেড়পেটি, মেরাকসের সম্মিলিত কলতানের মধ্যেই সুসজ্জিত নাটুয়া শিল্পীরা আসরে প্রবেশ করেন। গানের তালে তালে তাঁদের নাচ চলতে থাকে।

নাটুয়া নাচের সময় যে বিশেষ ধরনের গানগুলি গাওয়া হয় সেগুলি হল এই রকম—

ক. চৈতালি—

'চৈত পরবের কুঁড়া কুটা চালহে শুখাছে।
সেই যে বঁধু মাইরে ছিলে এখনো দুখাছে'।।

খ. ছয়ালি—

'তুমি যেদিন মেরেছ নয়ন বাণ হে,
সেই দিন হতে
আমার আকুল পরাণ হে—'

গ. হলুদখেড়ি—

'হলুদ বাঁটিতে বসিলেন গৌরি।
ও তার হলুদ বরণ শ্যামের রাঙা চরণ,
পড়ে গেল ধনির মনে রে।
নাগর বিনে সাগর শ্যাম
কেনে কথা নাই ও বদনে রে—'

ঘ. ধুমসী—

'লইটা গাজাড়ে,
ও বাঘা দাড়ি মচাড়ে।
কাকে ধরবি রে বাঘা বলবি আমাকে'।

ঙ. ভাদরিয়া—

'লারব্য তর ছলকে,
লারব্য তর বলকে,
আমি আর ত যাব নাই বঁধু,
যমুনার জলকে'।

এছাড়াও আরো অনেক ধরনের গান গাওয়া হয়ে থাকে।

নাটুয়া নাচের খেলা : নাটুয়া নাচের আরেকটি অন্যতম আকর্ষণ হল, নাচের সময় মাঝে মাঝে শিল্পীদের দেখানো বিভিন্ন ধরনের খেলা। এই খেলাগুলির মধ্যে শিল্পীদের শারীরিক শক্তি ও কসরৎ প্রদর্শনের দিকটি ফুটে ওঠে। নাটুয়া নাচের সময় যে সব খেলাগুলি দেখানো হয় সেগুলি হল— দাঁত দিয়ে কামড়ে ঢেঁকি, ঢাক, সাইকেল, জলপূর্ণ কলসি ওঠানো, কপাল বা ঘাড় দিয়ে লোহার রড বাঁকানো, গরুর গাড়ির চাকা ঘাড়ে ঘোরানো, মই বা সিঁড়ির প্রতিটি খোপে শরীর পার করা, জোয়ালের উপর উঠে লাফানো, গামছায় মুড়ি ভাজা, চোখ দিয়ে মাটি থেকে ছুঁচ ওঠানো, জ্বলন্ত মশাল মুখের মধ্যে পুরে নিয়ে সেটিকে জ্বলন্ত অবস্থাতেই বার করে দেওয়া, সারা গায়ে আগুন ছোঁয়ানো, লোহার বেড়ির মধ্যে একজন বা দু-জন পার হওয়া, মাথার ওপর ইঁট রেখে লাঠি দিয়ে সেটা ভেঙে দেওয়া ইত্যাদি। এইরকম বিভিন্ন ধরনের রোমহর্ষক খেলা নাটুয়া নাচের শিল্পীরা দেখিয়ে থাকেন।

বর্তমানে, পুরুলিয়া জেলায় নাটুয়া নাচের যে দলগুলি রয়েছে, সেগুলি হল—

১. অগ্রগামী নাটুয়া নৃত্য দল, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান। পরিচালক : লেদু কালিন্দী।
২. গুঁড়ুর নাটুয়া নৃত্য সম্প্রদায়, গুঁড়ুর, বান্দোয়ান, পরিচালক : জগদীশ কালিন্দী।
৩. বিরেন কালিন্দী নাটুয়া নাচ পার্টি, পাঁড়দ্দা, বলরামপুর, পরিচালক : বিরেন কালিন্দী।

৪. পাঁড়দ্দা হরিজন নাটুয়া নাচ পার্টি, পাঁড়দ্দা, বলরামপুর, পরিচালক : কম্পাউন্ডার কালিন্দী।
৫. জামবাদ নাটুয়া ড্যান্স একাডেমী, জামবাদ, পুরুলিয়া, পরিচালক : কৃষ্ণপদ কালিন্দী।
৬. কদমপুর শিবশক্তি নাটুয়া নৃত্য পার্টি, কদমপুর, আড়শা, পরিচালক : অভিমন্যু কালিন্দী।
৭. সিদপুর শিবশক্তি নাটুয়া নৃত্য পার্টি, সিদপুর, পুরুলিয়া, পরিচালক : দিবাকর সহিস।
৮. শিবদুর্গা নাটুয়া নৃত্য দল, কণাপাড়া, কেঁদা, পরিচালক : গুণধর সহিস।

এছাড়াও পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ড রাজ্যের মাধবপুর গ্রামের শান্তিরাম কালিন্দী ও শুকলা গ্রামের বিশ্বদেব মাহাতোর নাটুয়া নাচের দল আছে।

বর্তমান নাটুয়া শিল্পীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, আগে নাটুয়া নাচের যে রমরমা ছিল, বর্তমানে তা অনেকাংশেই হ্রাস পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব, সহজলভ্য বিনোদনের উপকরণ, শিল্পীদের পরিশ্রম বিমুখতা, বিকল্প পেশার সন্ধান ইত্যাদি কারনে নাটুয়া নাচের চল কমে গেলেও, বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই নাচ নতুন করে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। স্থানীয় এলাকা ছাড়াও দেশ বিদেশেও নাটুয়া নাচ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বছরভর অনুষ্ঠান থাকার জন্য শিল্পীর রুজি রোজগারের চিন্তা কমছে, সরকারের দেওয়া শিল্পীভাতা কিছুটা হলেও এই নাচের প্রতি মানুষের উৎসাহ যোগাচ্ছে। তাই আমরা দেখি নপাড়া হাই স্কুলের ছাত্র সৌরভ পাল বা বলরামপুর কলেজের ছাত্র রুদ্রজিৎ মাহাতোর মত নতুন প্রজন্ম নাটুয়া নাচে পা মেলাচ্ছে। শিল্পী গুণধর সহিস, বিরেন কালিন্দী, জগন্নাথ কালিন্দী সারা ভারতবর্ষ তো বটেই, বিদেশের মাটিতেও নাটুয়া নাচ জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ২০২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত কলা উৎসবে সৌরভ পাল নাটুয়া নাচ দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। সৌরভ বা রুদ্রজিৎ নাটুয়া নাচের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনা করছে।

Reference:

১. মাজী, যুধিষ্ঠির, পুরুলিয়ার নট ও নাটুয়া নৃত্য, সুভাষ রায় (সম্পা.), মানভূমের লোকনৃত্য ১ম খণ্ড, অণৃজু, ২০০৩, পৃ. ৮০
২. কামিল্যা, মিহির চৌধুরী, রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ১৫১
৩. মাহাত, রাধাগোবিন্দ, ঝাড়খণ্ডের লোকসংস্কৃতি, প্রকাশক, সুধীররঞ্জন বসু মল্লিক, ১৩৭৯ব., পৃ. ১১২-১১৩
৪. সাক্ষাৎকার- বিপদতারণ কালিন্দী, গ্রাম- গুঁড়ুর, থানা- বান্দোয়ান, জেলা- পুরুলিয়া, ২৯/১০/২০২৩
৫. সাক্ষাৎকার- শ্রীধর সহিস, গ্রাম- কণাপাড়া, থানা-কেঁদা, জেলা- পুরুলিয়া, ২২/০৪/২০২৪
৬. সাক্ষাৎকার- সৃষ্টিধর মাহাতো, গ্রাম- জামবাইদ, থানা- কেঁদা, জেলা- পুরুলিয়া, ১২/০৬/২০২৪
৭. সিং, শিবশঙ্কর, পুরুলিয়ার নাটুয়া, নলেজ ব্যাঙ্ক পাবলিশার্স এণ্ড ডিস্ট্রিবিউটরস, এপ্রিল, ২০২৩, পৃ. ২২
৮. প্রাগুক্ত
৯. প্রাগুক্ত
১০. সাক্ষাৎকার- দুলাল কালিন্দী, গ্রাম- জবড়রা, থানা- হুড়া, জেলা-পুরুলিয়া, ০৮/০৬/২০২৪
১১. সিং, শিবশঙ্কর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১২. কর, তপন, লোকনৃত্যের কয়েকটি তরঙ্গ, সেন, শ্রমিক, মাহাত কিরীটি (সম্পা.), লোকভূমি মানভূম, বর্ণালী, এপ্রিল ২০১৫, পৃ. ২১৮
১৩. সাক্ষাৎকার- বিশ্বদেব মাহাতো, গ্রাম- শুকলা, পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড, ২৪/০৩/২০২৪
১৪. গুপ্ত, বিজয়, পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল, শ্রী বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য (সংকলক), সুধাংশু সাহিত্য মন্দির, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ. ১২৪
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫
১৬. মরহুম, শেখফয়জুল্লা, গোরক্ষবিজয়, মুনশী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (সম্পা.),বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩২৪ব., পৃ. ৬৯

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
১৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ, বাংলার লোকসাহিত্য, তৃতীয় খণ্ড গীত ও নৃত্য, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৫৪, পৃ. ৭০৬
১৯. মুখোপাধ্যায়, মহুয়া, যুদ্ধনৃত্য ও বাংলা, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ২০
২০. মুস্তাফি, শ্রী ব্যোমকেশ (সম্পা.), কবি গঙ্গারামও মহারাষ্ট্র পুরাণ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১৩ ব.,পৃ. ২১৪